একাদশ অধ্যায়

পরিবহন ও যোগাযোগ

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এবং দেশের গতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক সংযোগ উন্নয়নের কৌশলগত উদ্যোগসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে সড়ক, রেল, নৌ, আকাশ ও ডিজিটাল পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নে চলমান প্রকল্পসহ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ২২,৪৭৬ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে এবং এ লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২৪,০৯০.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পদ্মা সেতু এবং চলমান ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিচালিত রেল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের উন্নয়নসহ নৌ ও আকাশপথে পরিবহনের সক্ষমতা সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর ভূমিকাও তুলে ধরা হয়েছে। উপরন্তু, এখানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেডের অবকাঠামো আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি পিএলসি'র সম্প্রসারিত ব্যান্ডউইথ সক্ষমতার মতো উদ্যোগসমূহ এবং বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এ ধরনের প্রকল্প ও উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, আন্তঃসংযোগ (Connectivity) উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে, বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করছে এবং দেশকে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে এবং একইসঙ্গে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করছে।

বিগত বছরগুলোতে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং ব্যাপক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে সরকার পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে একাধিক কৌশলগত উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য একটি আরও সমন্বিত অবকাঠামো নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, জাতীয় সীমানার ভিতরে ও বাইরে সংযোগ উন্নত করা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ ও আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর বর্তমানে ২২,৪৭৬ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক তত্ত্বাবধান করে। এই নেটওয়ার্কের মধ্যে ৩,৯৯১ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক (১৭.৭৭%), ৪,৮৯৭ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক (২১.৭৯%) এবং ১৩,৫৮৮ কিলোমিটার জেলা সড়ক (৬০.৪৫%) রয়েছে। সওজ নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪টি সেতু এবং ১৫,০৮৪টি কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরটি ৫২টি ফেরিঘাট পরিচালনা করে। বর্তমানে ফেরি সেবাগুলি ১২২টি ফেরি নৌকা, ১২১টি পন্টুন এবং ১১৪টি চলাচলের পথ বা গ্যাংওয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়কের বিবরণ

(দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা মহাসড়ক	মোট
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	২১৫৯৬
২০২০	৩৯০৬	৪৭৬৭	১৩৪২৩	২২০৯৬
২০২১	৩৯৪৪	৪৮৮৩	১৩৫৯২	২২৪১৯
২০২২	৩৯৯১	৪৮৯৭	১৩৫৪৫	২২৪৩৩
২০২৩	৩৯৯১	৪৮৯৭	১৩৫৮৮	২২৪৭৬
২০২৪	৩৯৯১	৪৮৯৭	১৩৫৮৮	২২৪৭৬

উৎস: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে সওজ এর আওতায় ১৪৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং মোট বরাদ্দ ২৪,০৯০.৫৫ কোটি টাকা। এই তহবিলের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) প্রদান করছে ১৯,২৩১.৭৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা হিসেবে বরাদ্দ রয়েছে ৪,৮৫৮.৭৮ কোটি টাকা। সড়ক পরিবহন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আরও উৎসাহিত করার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) সুযোগগুলি সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাচ্ছে। পিপিপি অর্থায়নের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) ছয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। অতিসম্প্রতি এই পিপিপি ভিত্তিক দুটি উদ্যোগের সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও, পিপিপি অর্থায়নের জন্য আরও ১৪টি প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং মাগুরা এই চারটি জাতীয় মহাসড়কে ট্রাক চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধাসহ বিশ্রামাগার নির্মাণ করছে। "চারটি জাতীয় মহাসড়কে ট্রাক চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধাসহ বিশ্রামাগার নির্মাণ" শিরোনামের উদ্যোগটি জুন ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক বাস্তবায়নের সম্মিলিত অগ্রগতি ৭৫.৮৯ শতাংশ এবং ভৌত অগ্রগতি ৯২.০০ শতাংশ অর্জন করেছে।

কোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (KOICA)-এর সহযোগিতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জাতীয় মহাসড়ক করিডোরের নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার জন্য একটি বুদ্ধিমান পরিবহন ব্যবস্থা (ITS) প্রবর্তনের মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই ব্যবস্থা যানবাহনের চলাচল রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দেবে যা গতি সীমা লঙ্ঘন, অবৈধ পার্কিং, যানজট এবং দুর্ঘটনা শনাক্তকরণে সহায়তা করবে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ২৫.০৭ শতাংশ এবং ২৪.০৪ শতাংশ।

হাইওয়ে পুলিশ, সওজ ফিল্ড অফিস এবং একটি বিশেষ গবেষণা প্রকল্পের যৌথ প্রচেষ্টায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কে ২৫২টি ব্ল্যাক স্পট শনাক্ত করা হয়েছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সামগ্রিক সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে এগুলোর মধ্যে ১৭২ টিতে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে সাইনেজ স্থাপন, সড়ক চিহ্ন অঙ্কন এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ করিডোর উন্নত করা হয়েছে।

এছাড়া, ২৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সড়ক নিরাপত্তা অডিট সম্পন্ন হয়েছে যা পূর্ববর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫০০ কিলোমিটার এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০০ কিলোমিটার অডিটের পরবর্তী পর্যায়। অধিকন্তু, একটি সুশৃঙ্খল সড়ক পরিবহন খাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে একটি সুসংহত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা পরিষদের ১১১টি সুপারিশ বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

টোল আদায়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও ফেরীসমূহে চলাচলকারী যানবাহন হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,১৭৩.৯৭ কোটি টাকা টোল হিসাবে আদায় করা হয়। এই পরিমাণের মধ্যে সেতু ও সড়ক টোল থেকে ১,১৫৯.৩১ কোটি টাকা আর ফেরি টোল থেকে ১৪.৬৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২০৩০ সাল মেয়াদে/সময়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি বর্তমানে এর কৌশলগত নির্দেশনার আলোকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সড়ক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে, এলজিইডি ৩,৭২,৭৫৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ পর্যন্ত ১,৪৫,৪৫৯ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে, পাশাপাশি ১৯,২৭,৭৫৪ মিটার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১৫,২২,৬৭৪ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, ১,৯১,৬৭৯ কিলোমিটার পাকা সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে এবং ৪,৯৫,১৩৮ মিটার সেতু ও কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়েছে। গ্রোথ-সেন্টার ও হাট-বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রমও অগ্রসর হয়েছে, যেখানে এখন পর্যন্ত ১৭,৫৭০টির মধ্যে ৫,০১৪টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এলজিইডি ২০১১-১২ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ৭৩,৮৬২ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এলজিইডি গ্রামীণ অঞ্চলে ৩,৩১,৮১০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করেছে। এছাড়াও ৪,৮৯২টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ৩,৪৮৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৪২৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ১,৯৫৩টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করেছে। পরিকল্পনাটি বর্তমানে এর কৌশলগত নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সড়ক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য এলজিইডি ৩,৭২,৭৫৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এখন পর্যন্ত ১,৪৫,৪৫৯ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ১৯,২৭,৭৫৪ মিটার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১৫,২২,৬৭৪ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, ১,৯১,৬৭৯ কিলোমিটার পাকা সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৪,৯৫,১৩৮ মিটার সেতু ও কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়নে অগ্রগতি হয়েছে যেখানে ১৭,৫৭০টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫,০১৪টি স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশাসনিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে এলজিইডি ৪,৫৭১টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৩,৪৮৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স এবং ৪৯২টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৪৫৭টি উপজেলা কমপ্লেক্স সফলভাবে নির্মাণ করেছে। অতিরিক্তভাবে, দুর্যোগ প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যেখানে পরিকল্পিত ৯,২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১,৯৬৫টি নির্মাণ করা হয়েছে। পরিবেশগত উদ্যোগগুলোকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যার প্রমাণ ২৫,৯৯৫ কিলোমিটার সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া। এছাড়াও, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ৮,০৭,৫৩১ হেক্টর এলাকাজুড়ে জলাবদ্ধতার সমস্যার কার্যকর সমাধান করেছে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্রাকার জলসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বহুসংখ্যক জল সংরক্ষণ কাঠামো স্থাপন করেছে, যা সেচযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

২০১৫-১৬ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহন খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন সারণি ১১.২ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহন খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কি. মি.)	৪৮১৩	৫২০০	৮৫৩৪	৫৪০০	৫৫০০	৩১০০	৪৪৫০	৪৬২০	৩৫৪৮	৭৩৮৬২
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	২৮৫০০	৩২০০০	২৯৭০০	৩০০০০	৭৯৭৮	১৮০০০	২০০০০	২০৫০০	১৫৭৫১	৩৩১৮১০
নগর অঞ্চলে সড়ক ও ফুটপাত নির্মাণ (কি. মি.)	১১১০	১০৩৭	১২৫৬	১৭৪৬	২৩৩২	৭১০	১৫৬০	৬২০	৩৮০	১৪০১৯
নগর অঞ্চলে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	৯১৫	৭৯৫	১১৬৭	৩৬১৫	২৫৩৮	৩৮৫৭	১৮০৪	১২২৭	১০৫০	২১৪২১

উৎস: এলজিইডি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এলজিইডি স্বচ্ছতা ও সুশাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রচেষ্টার একটি মূল অংশ হলো ইউনিফাইড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইউএফএমএসসি) সফটওয়্যার প্রবর্তন যা বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলোর আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এছাড়াও, এলজিইডি আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (আইএফএডি) সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য টিওএমপিআরও সফটওয়্যার ব্যবহার করে। সমস্ত ক্রয় এবং কর্মচারীদের বেতন লেনদেন অর্থ মন্ত্রণালয় এর iBAS++ সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, যা কার্যক্রমকে মূলধারায় নিয়ে এসেছে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১. ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি)

২০১৩ সালের আগে মোটরযান মালিকদের একটি প্রথাগত "ব্লু বুক" নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হতো। তবে ২০২৪ সালের জুন থেকে পুরোনো পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত বায়োমেট্রিক-ভিত্তিক ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত মোট ৪৫,৭২,১০২ টি ডিআরসি প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৭,৬৮,২০৩ টি ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২. রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট

একাধিক গাড়িতে একই নিবন্ধন নম্বরের ব্যবহার রোধ করতে ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বর প্লেট চালু করা হয়। এই ধরনের নম্বর প্লেট চালুর পর থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত মোট ৪৪,১০,০৮৯ টি নম্বর প্লেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।

৩. অনলাইন শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স এর আবেদন

আবেদনকারীরা এখন বিআরটিএ অফিসে না গিয়েই অনলাইনের মাধ্যমে সিস্টেম-জেনারেটেড শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স সরাসরি পেতে পারেন। এছাড়াও ১৬ নভেম্বর ২০২২ থেকে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি)-এ শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স (নতুন লাইসেন্স) এর জন্য একটি অনলাইনভিত্তিক সম্মিলিত ফর্ম আপলোড করা হয়েছে, যার অ্যাপ সংস্করণের নাম "বিআরটিএ সেবা" ।

৪. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭

স্বল্প দূরত্বের গণপরিবহনের সীমিত প্রাপ্যতা সমাধানের জন্য, স্মার্টফোন অ্যাপভিত্তিক রাইডশেয়ারিং সেবা নীতিমালা, ২০১৭ প্রকাশ করা হয়, যা অ-বাণিজ্যিক যানবাহনগুলোকে তাদের অলস সময়ে ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহনের সুযোগ করে দেয়। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত রাইডশেয়ারিং সেবা প্রদানকারী ১৮ টি কোম্পানিকে তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে, যা এই সেবার শুরু র পর থেকে মোট ৩৪,০০৪টি যানবাহনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৫. জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিপল্পনা ২০২১-২০৩০

সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর জন্য জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৬১টি প্রশিক্ষণ সেশন, সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজন করা হয়, যেখানে ৩,০৮৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. কার্বন হ্রাসের জন্য বৈদ্যুতিক যানবাহন নীতি

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলায়, জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর যানবাহন থেকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক যানবাহনের (ইভি) গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী বাড়ছে। Nationally Determined Contributions (NDC) আওতায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবহন খাত থেকে ৩.৪ মিলিয়ন টন CO_2 নিঃসরণ হ্রাসের অঙ্গীকার করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক পরিবহন খাতে ব্যবহৃত যানবাহনের অন্তত ৩০ শতাংশ বৈদ্যুতিক যানবাহনে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচলসংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয় এবং এটি ১৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুন ২০২৪ পর্যন্ত, বিআরটিএ ৪,৯৯৬.৩৪ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২,২১৩.৫৫ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

কোটি টাকায়

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার
২০১৬-১৭	১৭৭১.৮৪	১৪৬৯.৮৬	৮২.৯৬
২০১৭-১৮	১৮০৫.৫১	১৫৪৫.০৭	৮৫.৫৭
২০১৮-১৯	১৮৩৪.১৪	১৮২৫.৮৩	৯৯.৫৫
২০১৯-২০	২০১৭.৯২	১৬৮১.৬৭	৮৩.৩৪
২০২০-২১	২২৩৫	১৬২৭	৭২.৭৯
২০২১-২২	২৪০০	১৮২৩.৮৭	৭৫.৯৯
২০২২-২৩	৩০৫৪	২০২০.১৩	৬৬.১৫
২০২৩-২৪	৪৯৯৬.৩৪	২২১৩.৫৫	৪৪.৩০

উৎস: বিআরটিএ।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) একটি আধুনিক, দক্ষ এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মাধ্যমে বিআরটিসি মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করে এবং একই সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ভাড়া কাঠামো বজায় রাখে।

বর্তমানে করপোরেশনের যানবাহনের বহরে মোট ১,৩৫০টি বাস ও ৫৮৫টি ট্রাক রয়েছে এবং মোট ২২টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে। এই অবকাঠামো বিআরটিসিকে জনগণের জন্য নিরাপদ এবং আরামদায়ক পরিবহন সেবা প্রদান করতে সক্ষম করে। সাম্প্রতিক সময়ে বিআরটিসির কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম নিচে দেওয়া হলো:

- গাজীপুর সমন্বিত বাণিজ্যিক ওয়ার্কশপ (আইসিডব্লিউএস) মাসিক ভিত্তিতে কম খরচে গুনগত মানসম্পন্ন বড় ধরণের মেরামতের জন্য চালু করা হয়েছে ।
- বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'ঢাকা নগর পরিবহন' এর আওতায় ঘাটারচর থেকে কাঁচপুর রুটে ৩০টি বাস চালু করা হয়েছে।
- বিআরটিসির জন্য বৈদ্যুতিক একতলা এসি বাস সংগ্রহ শীর্ষক কোরিয়ার ইডিসিএফ ঋণ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বৈদ্যুতিক একতলা এসি বাস, ২৫টি বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন, ২৫টি জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার এবং বৈদ্যুতিক বাসের জন্য ২০টি কাজের ছাউনি নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে একটি প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে।
- বাসের টিকিট প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং অনিয়ম দূর করতে ৮ টি রুটে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

সারণি ১১.৪-এ ২০১৬-১৭ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলো:

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০১৬-১৭	২৬২.৫৫	২৬৭.৬০	-৫.০৫
২০১৭-১৮	২৫৩.১৮	২৫৬.১০	-২.৯২
২০১৮-১৯	২৫৮.৮৮	২৫৯.৮২	-০.৯৪
২০১৯-২০	৩৪৯.২৮	৩২৪.৪৩	২৪.৮৫
২০২০-২১	৩২৪.৪৬	২৯৯.৬৮	২৪.৭৮
২০২১-২২	৪৭৫.৯১	৪৪০.১৫	৩৫.৭৬
২০২২-২৩	৬৩১.৭৮	৫৮৪.০৭	৪৭.৭১
২০২৩-২৪	৫৯৪.৩১	৫৬৯.২৬	২৫.০৫

উৎস: বিআরটিসি

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

প্রায় ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর কার্যক্রম ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলায় বিস্তৃত। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে ডিটিসিএ তার আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন, সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। কর্তৃপক্ষটি টেকসই নগর পরিবহন এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং 'র‍্যাপিড পাস' নামে স্মার্ট কার্ড চালু করা হয়। একটি টেকসই ই-টিকেটিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে Transport Clearing House পরিচালনা, সম্প্রসারণ এবং Rapid Pass কার্ড এর বহুবিধ ব্যবহার

(ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টোল পরিশোধ, ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন পরিশোধ ইত্যাদি) বৃদ্ধির জন্যে ক্লিয়ারিং হাউজ প্রকল্প ফেইজ-২ এর আওতায় Special Purpose Company (SPC) গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- ডিটিসিএ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্লিয়ারিং হাউস উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে র‍্যাপিড পাস স্মার্ট কার্ড বাস্তবায়ন করে মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি, বিআইডব্লিউটিসি'র জাহাজ এবং বেসরকারি বাস অপারেটরসহ বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে একটি একীভূত এবং কার্যকর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তৈরি করা। একটি সমন্বিত ভাড়া সংগ্রহের কৌশল হিসেবে এই ই-টিকিটিং ব্যবস্থা মেট্রোরেল লাইন-৬-এ প্রয়োগ করা **হয়েছে** এবং বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টোল, খুচরা লেনদেন এবং বেতন ব্যবস্থাপনায় এটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা **রয়েছে**। র‍্যাপিড পাসের আরও উন্নয়ন ও বহুবিধ ব্যবহারের জন্য অন্তর্ভুক্তিকরণ /একীভূতকরণ কাজটি ক্লিয়ারিং হাউস প্রকল্প দ্বিতীয় ধাপের অংশ হিসেবে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত Special Purpose Company (SPC) কর্তৃক পরিচালিত হবে।
- পরিচালনাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নয় রঙের নয়টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ২২ টি কোম্পানির অধীন ৪২টি রুটে (৩৪ শহর ও ৮ উপশহর) ডিটিসিএ বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন উদ্যোগ প্রস্তাব করেছে যা ট্রানজিট প্রবাহ বাড়ানোর জন্য একটি সুসংগঠিত কাঠামো প্রদান করবে। উদ্যোগটি "ঢাকা নগর পরিবহন" এর অধীনে গ্রিন ক্লাস্টারে একটি পাইলট কর্মসূচি দিয়ে শুরু করা হয়, যেখানে ৫৪টি বিদ্যমান রুটকে একীভূত করে ৮টি মূল রুটে সাজানো হয়েছে, যার মধ্যে রুট ২১, ২২ এবং ২৬ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পিত সম্প্রসারণের মধ্যে রুট ২৩, ২৪, ২৫, ২৭ এবং ২৮ অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সহযোগিতায় ১১০টি নতুন বাস স্টপ স্থাপন করা হয়েছে। ডিটিসিএ চলমান তদারকি প্রদান করছে যাতে এই উদ্যোগের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায় এবং জনসন্তুষ্টি সর্বাধিক করা যায়।
- ডিটিসিএ সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (আরএসটিপি) এর সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা আউটার রিং রোডের জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করেছে, যা শহর এড়িয়ে চলার জন্য এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ উন্নত করার উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছে। এই সমীক্ষাটি ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়।
- ডিটিসিএ নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি ২০ বছরের সমন্বিত পরিবহন মাস্টারপ্ল্যান উদ্যোগ নিয়েছে, যা ভবিষ্যতের বৃদ্ধি চাহিদা পূরণের জন্য একটি নিরাপদ, টেকসই এবং সমন্বিত নগর পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে পরিকল্পিত। প্রকল্পের মূল কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি গণপরিবহন নেটওয়ার্কের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, নারায়ণগঞ্জে একটি মাল্টিমোডাল হাবের ধারণাগত নকশা এবং গাজীপুরে একটি ট্রাক টার্মিনালের নকশা। উদ্বোধনী প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে, নারায়ণগঞ্জের জন্য প্রথম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে এবং গাজীপুরে জরিপ কার্যক্রম সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে।

ডিটিসিএ তার আওতাধীন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জসহ এলাকাগুলোর সম্ভাব্য বৃদ্ধি অনুযায়ী একটি সমন্বিত, কার্যকর এবং নিরাপদ পরিবহন নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করতে সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার (আরএসটিপি) মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (এমটিআর-আরএসটিপি) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ডেটা সংগ্রহের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, এবং মূল প্রতিবেদন-উদ্বোধনী প্রতিবেদন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) কর্তৃক ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি Mass Rapid Transit

(MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পটি ডিএমটিসিএল-এর নগর পরিবহন উন্নয়ন এবং টেকসই অবকাঠামো অগ্রগতির প্রতি কৌশলগত অঙ্গীকারকে তুলে ধরে, যা ঢাকা শহরের যানজট নিরসন এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার সামগ্রিক লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাটি সারণি ১১.৫-এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.৫: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৫	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			

উৎস:সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প (MRT) লাইন-৬

সমায়াবদ্ধ কর্মপরিকম্পনা ২০৩০ অনুসরণে, বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল এমআরটি লাইন-৬ নির্মাণ কার্যক্রম প্রায় শেষের পথে, যা উত্তরা উত্তর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এবং ১৭টি স্টেশনের মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহনে সক্ষম। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল অংশের প্রকৃত সামগ্রিক অগ্রগতি ৯৮.১০ শতাংশ। প্রতিদিন প্রায় ৩,০০,০০০ যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করে। এছাড়া, এমআরটি লাইন-৬ উত্তরা উত্তর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত প্রায় ৭.৫০ কিলোমিটার সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

MRT (লাইন-1)

৩১.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ২১টি স্টেশন নিয়ে গঠিত এমআরটি লাইন-১ এর নির্মাণ কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলছে। এই লাইনটি কমলাপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ১৯.৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পাতাল এয়ারপোর্ট রুট এবং নিউ মার্কেট থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত বিস্তৃত ১১.৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল পুর্বাচল রুট। এটি ২০২৬ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এমআরটি লাইন-১ ১২টি প্যাকেজে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত, পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ নিয়ে গঠিত সিপি-০১ প্যাকেজের ৪০ শতাংশ অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ১১টি প্যাকেজের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কমলাপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এয়ারপোর্ট রুটটি হবে বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল।

MRT (Line-5): Northern Route:

১৪টি স্টেশন (৯টি পাতাল এবং ৫টি উড়াল) নিয়ে গঠিত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT (Line-৫): Northern Route এর নির্মাণ কাজ লক্ষ্যমাত্র ২০২৮ সালের মধ্যে সমাপ্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই লাইনে ৬.৫ কিলোমিটার উড়াল সেগমেন্ট হেমায়েতপুর থেকে আমিনবাজার এবং নিউ মার্কেট থেকে ভাটারা পর্যন্ত এবং ১৩.৫ কিলোমিটার পাতাল সেগমেন্ট আমিনবাজার থেকে নিউ মার্কেট পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি ১০টি প্যাকেজে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত, হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজের জন্য সিপি-০১ প্যাকেজের ২০.২১ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। বাকি নয়টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এটি হবে ঢাকার প্রথম পূর্ব-পশ্চিম এমআরটি করিডোর।

MRT (Line-6): Southern Route:

১৭.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৫টি স্টেশন (১১টি পাতাল এবং ৪টি উঁড়াল) নিয়ে গঠিত MRT (Line-5): Southern Route এর জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং প্রকৌশল নকশা সম্পন্ন হয়েছে। এই রুটে গাবতলী থেকে আফতাব নগর পশ্চিম পর্যন্ত ১৩.১ কিলোমিটার পাতাল অংশ এবং আফতাব নগর সেন্টার থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত ৪.১ কিলোমিটার উঁড়াল অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সমীক্ষাগুলোর ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের পর্যালোচনাধীন রয়েছে এবং ক্রয় দলিল প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে।

MRT (Line-4:

উন্নয়ন সহযোগীরা ১৪ মে ২০২৪ তারিখে এমআরটি লাইন-৪ এর জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেছে। এই লাইনটি প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে এবং এটি কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ

জেলার মদনপুর পর্যন্ত উড়াল এবং পাতাল অংশের সংমিশ্রণে নির্মিত হবে। এই লাইনটি ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

Station Plaza নির্মাণ:

ঢাকা এমআরটি নেটওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি লাইনের প্রধান প্রধান মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কৌশলগত সুবিধাজনক স্থানে ন্যূনতম ৪টি করে Station Plaza গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার অধীনে এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা উত্তর, আগারগাঁও, ফার্মগেট এবং কমলাপুর স্টেশনের পাশে স্টেশন প্লাজা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং আন্তঃসংস্থার জমি হস্তান্তরের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলছে। স্টেশন প্লাজার জন্য লেআউট পরিকল্পনা ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। উত্তরা উত্তর এবং কমলাপুর টার্মিনাল স্টেশনে দীর্ঘমেয়াদি পার্কিং সুবিধা পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য এমআরটি লাইনের জন্য একই ধরনের উন্নয়ন বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ-সুবিধা

ঢাকা মেট্রো রেলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য টিকিট বুথগুলো সহজে প্রবেশযোগ্য উচ্চতায় রাখা হয়েছে, স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহের জন্য প্রশস্ত গেট, হুইলচেয়ার-উপযোগী টয়লেট, কোচের উভয় প্রান্তে নির্ধারিত স্থান এবং ব্যবহারবান্ধব লিফট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য স্টেশন এলাকা, লিফট এবং ট্রেনজুড়ে একটি অডিও তথ্য ব্যবস্থা রয়েছে; স্পর্শনির্ভর পথ, যা রঙ-বৈপরীত্যযুক্ত টাইলস দিয়ে তৈরি এবং সাদা ছড়ি দিয়ে সহজে চেনা যায়; এবং লিফটের ভেতরে ব্রেইল বোতাম রাখা হয়েছে। বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের জন্য ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে/মনিটরের মাধ্যমে সেবার দিকনির্দেশনা এবং ভ্রমণ নির্দেশনা দেওয়া হয়। এমআরটি লাইন-৬-এ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইতোমধ্যে নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ করছেন।

সেতু বিভাগ

২০০৮ সালের ৩১ মার্চ প্রতিষ্ঠিত সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ সম্পর্কিত পরিকল্পনা (সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সহ), বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

যমুনা নদীর উপর নির্মিত সেতু

১৯৯৮ সালে, দেশের সমন্বিত যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যে যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ক্যান্টিলিভার রেলওয়ে সিস্টেম সম্বলিত যমুনা সেতু নির্মাণ করা হয়। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ছিল ৩,৭৪৫.৬০ কোটি টাকা। এই সেতুটি যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দুই অঞ্চলকে সংযুক্ত করে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত যমুনা নদীর উপর নির্মিত সেতুর টোল আদায় থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সারণি ১১.৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১১.৬: যমুনা নদীর উপর নির্মিত সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	রাজস্ব আদায়
২০১৬-১৭	৪৮৬.৫২
২০১৭-১৮	৫৪৩.৮০
২০১৮-১৯	৫৭৫.৪১
২০১৯-২০	৫৬০.২৮
২০২০-২১	৬৫৪.৮২
২০২১-২২	৭০৪.৫৫
২০২২-২৩	৬৮০.৪৫
২০২৩-২৪	৬৮৩.৮০

উৎস: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

পদ্মা সেতু

মাওয়া-জাজিরা স্থানে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩০,৭৭০.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দেশের সবচেয়ে বড় যোগাযোগ অবকাঠামো পদ্মা সেতুটি ২৬ জুন ২০২২ সালে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সেতুটি চালু হওয়ার পর থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত মোট ১,৬৮১.৩৬ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।পদ্মা সেতুর উপরের অংশ দিয়ে যানবাহন ও নীচের অংশ দিয়ে রেল চলাচল করছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে মাল্টিলেন সড়ক টানেল

কর্ণফুলী নদীর নিচ দিয়ে নির্মিত মাল্টিলেন সড়ক টানেল বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পানির নিচে তৈরি সড়ক টানেল। ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেলটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১০,৬৮৯.৭১ কোটি টাকা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিমাংশকে পূর্বাংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর টানেলটি ২৯ অক্টোবর ২০২৩ সালে উন্মুক্ত করা হয়। টানেলটি চালু হওয়ার পর থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত মোট ২৭.৫৪ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর ৪৬.৭৩ কিলোমিটার (র‍্যাম্পসহ) দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ পিপিপি ভিত্তিতে চলমান। হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (কাওলা) থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত ১২.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশটি ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সাল থেকে পরিবহনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি হয়েছে ৭৪.৯২ শতাংশ। পুরো এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয় নির্মাণ

হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ জি-টু-জি ভিত্তিতে চলছে। চীন সরকারের মনোনীত একটি কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে চায়না এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভৌত নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৪৬ শতাংশ। এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেন নির্মাণ (উড়াল অংশ)

গাজীপুর থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ৪,২৬৮.৩২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) এই প্রকল্পের ৪.৫ কিলোমিটার উড়াল অংশ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে এবং ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ৯৬.৮৫ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১,৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতুর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ, বিস্তারিত নকশা এবং ভৌত কাজ চলমান রয়েছে। এই সেতুটির নির্মাণকাজ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকাসহ উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ কীর্তনখোলা, বিঘাই পায়রা এবং বিষখালীর মতো বড় বড় নদীর কারণে বিচ্ছিন্ন। বরগুনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা (যেমন বরগুনা সদর এবং পাথরঘাটা উপজেলা ইত্যাদি) বরিশাল, পটুয়াখালী এবং রাজধানী ঢাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। এই এলাকায় পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হলো ফেরি। বিদ্যমান ফেরি সার্ভিস কখনও কখনও বাড়তি যানবাহনের চাপ সামলানোর জন্য যথেষ্ট নয়। পায়রা নদীর ওপর এই সেতুর নির্মাণ সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত করবে এবং পায়রা নদীর ওপারে সহজ যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এটি বরগুনা জেলাকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের মধ্য অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করবে।

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ

আনুমানিক ২,৬৫৯.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পঞ্চবটি থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৮১ কিলোমিটার রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং ৯.০৬ কিলোমিটার উড়াল সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত ভৌত কাজের অগ্রগতি ৩১.৯৫ শতাংশ। প্রকল্পটি জুন ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের অংশ হিসেবে, কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর থেকে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত ১৫.৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল সড়ক নির্মাণের ডিপিপি ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই উড়াল সড়ক নির্মাণকাজ জুন ২০২৮ এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা যায়।

মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর ১.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি গত ৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪,১৭৪.৬৮ কোটি টাকা। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ, বিস্তারিত নকশা এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই সেতুর নির্মাণকাজ ডিসেম্বর ২০২৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। কোরিয়া সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা তহবিল (ইডিসিএফ) এর মাধ্যমে এই প্রকল্পে অর্থায়ন করবে। মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতুটি নির্মাণের ফলে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী এবং ভোলা জেলা থেকে রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত যাতায়াতে দূরত্ব, সময় এবং ব্যয় কমে যাবে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং নতুন সেতু ও ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের পরিবহন খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ৩০ বছরের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশব্যাপী সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এবং সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য উক্ত মাস্টারপ্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সুপারিশ করা হবে।

এছাড়া, লক্ষ্মীপুর-ভোলা সড়কে চাঁদপুর-শরীয়তপুর স্থানে মেঘনা নদীতে সেতু নির্মান এবং ঢাকা ইননার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। এই সমীক্ষা প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৭১.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

রেল যোগাযোগ

দূষণ এবং জ্বালানি খরচকে ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে বাংলাদেশ রেলওয়ে (বিআর) নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নয়ন ব্যাপক গণপরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে, খরচ কমাতে এবং বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে যার ফলে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প উন্নয়ন ঘটবে। এই উন্নয়ন বিশেষত নারীদের জন্য ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক প্রভাব ফেলবে যা দারিদ্র্য হ্রাস করবে এবং তাদের ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করবে।

সাম্প্রতিক প্রশাসনিক সংস্কার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাংলাদেশ রেলওয়েকে বৃদ্ধির জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে, যদিও এ খাতে দীর্ঘদিন ধরে সীমিত বিনিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৩,২৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৪৮টি জেলা সংযুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে নতুন রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান লাইন পুনর্বাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় রেল যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং রেল প্রকল্পগুলোর জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি সমন্বিত রেলওয়ে মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ এবং নতুন ডুয়ালগেজ লাইন নির্মাণ উল্লেখযোগ্য, যা আন্তর্জাতিক সংযোগ যেমন ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্কসহ সংযোগ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে। সামগ্রিকভাবে, এসব উদ্যোগ পরিবহন দক্ষতা বাড়াবে, যানজট কমাবে এবং বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সারণি ১১.৭-এ উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ১১.৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহন কি. মি. হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহন টনকি. মি. হিসেবে (মিলিয়ন)	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৫	৬
২০১৬-১৭	১০০৪.০৬	১০৫.২৬	১৩০.৩৭	২৮৩৫.৫২
২০১৭-১৮	১২৯৯.৩৯	১২৩.৬৫	১৪৮৬.১৫	২৯১৮.০২
২০১৮-১৯	১৪৩৩৪.৭৬	৯১.৩৫	১৪০৬.৫০	৩০৫০.৬৬
২০১৯-২০	৯৯৫৭.৭৬	১০০২.০৪	১১২৫.৮৫	৩১৮৮.৯৭
২০২০-২১	৫৬২.৬৫	১০৩.১৫	১১১১.৫৬	২৮৬৭.৯৪
২০২১-২২	৬৪৭০.১৯	১০০২.৯৭	১১৪৫.৭৯	২৯৭০.৩৯
২০২২-২৩	৬৮২৩.১০	১০০৩.৪৭	১২৩০.৬৭	৩০২০.৪৬
২০২৩-২৪*	৬৯৭২.৮৬	১০০৪.১২	১২৪০.৪৩	৩১৭৫.২৩

উৎস: রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক

নৌযোগাযোগ

নৌপথ একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিআইডব্লিউটিএ-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত প্রধান উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে নদীপথ খনন ও পুনঃখনন, নৌপথের নাব্যতা বজায় রাখা, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, নদীবন্দর উন্নয়ন, ঢাকার চক্রাকার নৌপথ চালু করা, অভ্যন্তরীণ কনটেইনার পরিবহনের সুবিধা সৃষ্টি, এবং ডিজিটাল হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট তৈরি। দুটি বিদেশি তহবিলসহ (ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC) ও বিশ্বব্যাংক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ-র অধীনে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আরএডিপি-তে ২০৩৪.০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, যার মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১৮৭৫.১৫৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ-এর ৮২০.৩৯ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। সারণি ১১.৮ এ ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ’র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলো:

সারণি ১১.৮: বিআইডব্লিউটিএ’র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০১৮-১৯	৬৭৯.৩৮	৬৯৮.৫০	-১৯.১২
২০১৯-২০	৭৫৯.১৩	৭৬২.৬৬	-৩.৫৩
২০২০-২১	৭৭২.৯১	৮০২.২৩	-২৯.৩২
২০২১-২২	৮০৯.০৭	৮৭৮.৬১	-৬৯.৫৪
২০২২-২৩	৮২৩.০৯	৯৪৫.৯৩	-১২২.৮৪
২০২৩-২৪	৮২০.৩৯	৯২৬.১১	-১০৫.৭২

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

বিআইডব্লিউটিএ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনকে দক্ষ এবং নিরাপদ করতে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রতি বছর খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ খননের পরিমাণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.৯: বিআইডব্লিউটিএ’র অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০১৮-১৯	১৯৫.৩০	২২৩.১৭	৪১৮.৪৭
২০১৯-২০	১৫২.৯৬	২১৪.০৪	৩৬৭.০০
২০২০-২১	২২০.৭৬	২২৬.৩৩	৪৪৭.০৯
২০২১-২২	২৬৫.৯১	২২৬.৬৭	৪৯২.৫৮
২০২২-২৩	১৪৩.৪৬	২১৮.৯০	৩৬২.৩৬
২০২৩-২৪	২২৪.৯১	২৩৭.৫১	৪৬২.৪২

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

এছাড়াও, বিআইডব্লিউটিএ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত পরিচালিত জরিপ কার্যক্রম সারণি ১১.১০-এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১১.১০: অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ নৌপথ (বর্গ কি. মি.)	উপকূলীয় নৌপথ (বর্গ কি. মি.)
২০১৬-১৭	২৭৫০.০০	১২০০.০০
২০১৭-১৮	২৭০০.০০	১০০০.০০
২০১৮-১৯	১৮৬৪.৪০	৭০০.০০
২০১৯-২০	১৯৯২.২৫	৭৫০.০০
২০২০-২১	১৭১২.১৯	২১০০.০০
২০২১-২২	১৫৩৩.০০	১৬৭৭.০০
২০২২-২৩	২৮১৭.৪৫	৮১৭.০০

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বিভিন্ন খাতে সেবা মান উন্নয়নের জন্য বিআইডব্লিউটিসি ২০০৯-১০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে ৭৬টি নৌযান নির্মাণ করেছে (৫৫টি বাণিজ্যিক ও ২১টি সহায়ক)। পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া এবং আরিচা-কাজিরহাটের মতো উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন রুটে নতুন ফেরি এবং পন্টুন যুক্ত করার ফলে যানবাহন পরিবহন শক্তিশালী হয়েছে। বর্তমানে সাতটি ফেরি খাতে প্রতিদিন ৫,৪০০টিরও বেশি যানবাহন পরিবহন করা হচ্ছে।

২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে, বিআইডব্লিউটিসি-র যানবাহন পরিবহন ২০১০-২০১১ অর্থবছরের ১৮.৩ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৯.৬৮ লাখে পৌঁছেছে, যেখানে যাত্রী সংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২৩৪.০৬ লাখে পৌঁছানোর পর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আয় রেকর্ড ৪১,০৩০.৩৬ লাখ টাকায় পৌঁছেছে।

বিআইডব্লিউটিসি বর্তমানে “৩৫টি বাণিজ্যিক এবং ৮টি সহায়ক নৌযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে এর নৌবহর উন্নত করছে, যা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ফেরি, তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং সী-ট্রাক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সাম্প্রতিক সাফল্য

• ৬টি উন্নত মধ্যম ফেরি চালু (১৪ নভেম্বর, ২০২৪)।

• নতুন রৌমারী-চিলমারী রুট চালু (২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)।

• ধাওপাড়া-নাজিরগঞ্জ রুট বিআইডব্লিউটিসির অধীনে অন্তর্ভুক্ত (১ জানুয়ারি, ২০২৩)।

• দুটি শ্যালো ড্রাফট তেলবাহী ট্যাঙ্কার যুক্ত (জানুয়ারি ২০২২)।

• চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে ওয়েব্রিজ স্কেল পুনর্নির্মাণ।

• স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা (১৫ নভেম্বর, ২০২৩)।

• ই-টিকেটিং সিস্টেমের জন্য দরপত্র আহ্বান।

• বিআইডব্লিউটিসি সেন্ট্রাল স্টোরে ডিজিটালাইজেশন সফটওয়্যার বাস্তবায়ন।

২০১৬-১৭ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সংস্থাটির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১১ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১১: বিআইডব্লিউটিসি’র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট মুনাফা
২০১৬-১৭	৩৫৬.৯৫	৩২৯.৭১	২৭.২৪
২০১৭-১৮	৩৭১.৯১	২৮৭.৩৬	৮৪.৫৫
২০১৮-১৯	৩৮২.৫৫	৩০৭.৬২	১৫.১৬
২০১৯-২০	৩৭১.৩২	৩১২.৪০	-৫.৬৩
২০২০-২১	৪১০.৯৮	৩৯০.১০	২০.৮৮
২০২১-২২	৪৩৮.৫৯	৪৪০.৮৬	-২.২৭
২০২২-২৩	৩৬০.৩০	৪০০.০৯	-৩৯.৭৯
২০২৩-২৪*	৩১০.২৫	৩৪৩.৬৫	-৩৩.৪০

উৎস: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন। *সাময়িক

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশে রাজস্ব আয়ের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর ভিশন হচ্ছে নিজেকে একটি দক্ষ, নিরাপদ এবং পরিবেশ টেকসই বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

এই ভিশন অর্জনে একটি সামগ্রিক আধুনিকায়ন কৌশল প্রয়োজন, যার মধ্যে রয়েছে নৌপথের নাব্যতা বজায় রাখা, জাহাজের টার্নঅ্যারাউন্ড সময় কমানো এবং কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং দক্ষতা বৃদ্ধি। পাশাপাশি, কার্যকর বন্দর পরিচালনার জন্য জেটি ও ইয়ার্ড সুবিধা সম্প্রসারণ এবং জাতীয় আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মীদের নিবেদিত প্রচেষ্টা এই মিশন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রধান গেটওয়ে হিসেবে এই বন্দর দেশের মোট আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের ৯২ শতাংশ এবং কন্টেইনার পরিবহনের ৯৮ শতাংশ পরিচালনা করে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণ করে। সারণি ১১.১২ এ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ১১.১২: চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০১৬-১৭	২৪০৭.৬৫	১৩৫২.৫৪	১০৫৫.১১
২০১৭-১৮	২৬৬১.৭৬	১৩৯০.৫২	১২৭১.২৪
২০১৮-১৯	২৮৯২.৮৬	১৬১০.৫৩	১২৮২.৩৩
২০১৯-২০	২৯২৫.০৮	১৭১৬.২৯	১২০৮.৭০
২০২০-২১	৩০৭০.৩৬	১৮৯২.৭৫	১১৭৭.৬১
২০২১-২২	৪০৭২.৫৫	১৯৬৬.৬০	২১০৫.৯৫
২০২২-২৩	৪৪৩৮.৯৩	২১৩৪.৮১	২৩০৪.১২
২০২৩-২৪*	৪৭৭৩.৭৩	২০২৪.৪৭	২৭৪৯.২৬

উৎস: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ *সাময়িক

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত মোংলা বন্দর একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে বিকশিত হয়েছে, বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট জেটি এবং নোঙ্গার স্থানের মাধ্যমে একসাথে ৫৩টির বেশি জাহাজ হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা রাখে। এর সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে গুদামঘর, ট্রানজিট শেড, কন্টেইনার ইয়ার্ড এবং গাড়ির ইয়ার্ড, যা বছরে ১.৫ কোটি মেট্রিক টন পণ্য, ১ লাখ টিইইউ কন্টেইনার এবং ২০,০০০ গাড়ি হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা প্রদান করে। বন্দরটি ব্যাপক আইসিটি সেবা বাস্তবায়ন করেছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, বেতনভাতা এবং ইয়ার্ড পরিচালনার মত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়করণ করছে এবং অনলাইন পেমেন্ট ও এনওসি যাচাইকরণের মতো ই-সেবা চালু করেছে। পদ্মা সেতু এবং খুলনা-মোংলা রেল সংযোগ নির্মাণের পর, বন্দরটি ঢাকার সঙ্গে উন্নত সংযোগ প্রদান করছে এবং বিশেষ করে রেডিমেড পোশাকসহ ঢাকাভিত্তিক পণ্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ অতিরিক্ত অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে এ বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মোংলা বন্দর পসুর চ্যানেলের নাব্যতা বজায় রাখার পাশাপাশি খননকাজ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নৌযান সংগ্রহ এবং সুবিধা উন্নয়নের মত বড় বড় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই সকল উদ্যোগ জাতীয় অর্থনীতিতে মোংলা বন্দরের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করবে। সারণি ১১.১৩ এ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৩: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০১৬-১৭	২২৬.৫৬	১৫৫.১৫	৭১.৪১
২০১৭-১৮	২৭৬.১৪	১৬৬.৮১	১০৯.৩৩
২০১৮-১৯	৩২৯.১২	১৯৬.১২	১৩৩.০০
২০১৯-২০	৩৩৮.১৯	২২১.০১	১১৭.১৮
২০২০-২১	৩৪৮.৩৫	২১৭.২৭	১৩১.০৮
২০২১-২২	৩১৭.০৮	২১৯.৯৯	৯৭.০৯
২০২২-২৩	৩০২.৪২	২৪৬.৪১	৫৬.০১
২০২৩-২৪	৩১৯.০০	২৪৯.০০	৭০.০০

উৎস: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর হিসেবে ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর যাত্রা শুরু করে। ২০১৬ সাল হতে সীমিত পরিসরে এবং ২০১৯ সাল হতে বন্দরে নিয়মিত বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন করছে। বন্দরকে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর করার লক্ষ্যে অনেকগুলো প্রকল্প চলমান রয়েছে। গত ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে ফলে বন্দর চ্যানেলে ১০.৫ মিটার ড্রাফটবিশিষ্ট ও সর্বোচ্চ ৪০ হাজার ডিডব্লিউটি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ চলাচল করতে সক্ষম হচ্ছে। কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদির সাথে সাথে ২টি সার্ভিস জেটি নির্মাণ, ২টি ওয়্যারহাউজ ও ১০টি আধুনিক জলযান ক্রয় বন্দরের কার্যক্ষমতা বাড়িয়েছে। এছাড়াও পায়রা বন্দরের ইনার এ্যাংকরেজে ট্রান্সশিপমেন্ট এরিয়া তৈরি করা হয়েছে, সেখানে

১৫টির মতো বিদেশগামী জাহাজ এ্যাংকরেজে অবস্থান করতে পারে। ফলে দক্ষভাবে জাহাজ থেকে জাহাজে পণ্য স্থানান্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

৬৫০ মিটার দীর্ঘ জেটি এবং ৩.২৫ লাখ বর্গমিটার আয়তনের ইয়ার্ড নিয়ে গঠিত বন্দরের প্রথম টার্মিনালের উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পথে। জেটি থেকে বানাটিপাড়া বাজার পর্যন্ত নতুন সংযোগ সড়ক অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ বাড়িয়েছে, যা বন্দরের জেটিতে জাহাজ নোঙর করার সুবিধা প্রদান করে এবং পরিচালনা দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। সারণি ১১.১৩ এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত নৌযান হ্যান্ডেলিং এবং রাজস্ব আয়ের তথ্য দেওয়া হলো:

সারণি ১১.১৪: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নৌযান হ্যান্ডেলিং এবং রাজস্ব আয়ের বিবরণ

অর্থ বছর	কনটেইনার হ্যান্ডেলিং	কার্গো হ্যান্ডেলিং (লাখ মে. টন)	জাহাজ আগমন সংখ্যা	আয় (কোটি টাকা)
২০১৬-১৭	-	২.২১	১০	২১.৯৪
২০১৭-১৮	-	১.৯৩	১০	২২.৩৭
২০১৮-১৯	৩৭	৩.২৩	১১	৩৭.৯৪
২০১৯-২০	৬৪	৬.৭৩	৩৬	৮৮.০১
২০২০-২১	২৭	১৯.২০	৬৯	১২৬.১৪
২০২১-২২	৭৭	২২.৭১	৭২	১৮৭.৪৯
২০২২-২৩	৩৬	৩৮.০১	১১১	৩৭৬.১১
২০২৩-২৪	৩৩	৫০.৭৪	১২৩	৪৪১.৯৬

উৎস:পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ) প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে রপ্তানি-আমদানি কার্যক্রম সহজতর এবং দ্রুততর করার জন্য ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে, ১৩টি স্থল শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে মাত্র দুটি কার্যকর ছিল। ২০২৩ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১১টি স্টেশনকে স্থলবন্দরে রূপান্তর করা হয়, যার ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪-এ। বর্তমানে, ২৪টির মধ্যে ১৬টি স্থলবন্দর কার্যকর রয়েছে, যার মধ্যে ১১টি বিএলপিএ দ্বারা এবং ৫টি বেসরকারি অপারেটর দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য স্থানে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রামগড় এবং বাল্লা স্থলবন্দরকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত, বিএলপিএ ৩৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে সরকারি অনুদান এবং বিশ্বব্যাংক (WB) ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) থেকে প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে ৪,৯০০ কোটি টাকার ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৫: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১৬-১৭	১১১.৫১	৭৫.০২	৩৬.৪৯
২০১৭-১৮	১৪৮.৩৩	৯৫.৫৩	৫২.৮০
২০১৮-১৯	২১০.৯৪	১৪৪.২৫	৬৬.৬৮
২০১৯-২০	২০৮.৭৭	১৬০.০৩	৪৮.৭৪
২০২০-২১	২৬৪.৮৩	১৭৪.৭৩	৯০.১০
২০২১-২২	২৭২.৩২	২৫২.২৬	২০.০৬
২০২২-২৩	২৭০.৫৭	২২০.৭১	৪৯.৮৬
২০২৩-২৪*	২৬৪.৮৩	২১৯.৭২	৪৫.১১

উৎস: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদেশি জাহাজগুলোকে এর বন্দরে নিরাপদে পরিচালনার জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এটি বাংলাদেশি নাবিকদের কর্মসংস্থানের অধিকার রক্ষা এবং জাতীয় শিপিং প্রতিষ্ঠানগুলোর বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই অধিদপ্তরের কার্যক্রম জাতীয় শিপিং নীতি, প্রাসঙ্গিক শিপিং আইন ও বিধিমালা, এবং প্রযোজ্য সামুদ্রিক কনভেনশন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এছাড়াও, এই অধিদপ্তর শিপিং সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (IMO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এটি এই সংস্থাগুলোর গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করে। ২০১৬-১৭ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৬ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৬: নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০১৬-১৭	১৯.৭২	৩৩.৪৬	১৬.৩৭
২০১৭-১৮	৩৭.৯৩	৩৮.৯৮	১৬.৫৬
২০১৮-১৯	৩৬.৫৪	৪৩.৮০	১৭.৫৩
২০১৯-২০	৪১.৮১	৩৮.১২	১৫.৬৬
২০২০-২১	৪১.৩৩	৩৯.৬২	১৫.০১
২০২১-২২	৪৭.৭৫	৪৯.৯৪	১৯.৬০
২০২২-২৩	৪৫.৭৫	৬৫.৮৩	১৮.৮৩
২০২৩-২৪*	৪৫.৮৪	৬৫.৩৫	২১.৬৪

উৎস: নৌপরিবহন অধিদপ্তর।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। এই মূল সাফল্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (IMO) অধীনস্ত আন্তর্জাতিক মোবাইল স্যাটেলাইট অর্গানাইজেশন (IMSO)-এর মহাপরিচালক পদে বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধির নির্বাচিত হওয়া, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।
- ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (IMO)-এর কাউন্সিলে বাংলাদেশের সফল নির্বাচন, যেখানে ক্যাটাগরি সি-তে একটি স্থান অর্জন করেছে। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল হয়েছে।
- বহির্বিশ্বে সমুদ্র পথে বাংলাদেশী জাহাজের নিরাপদ চলাচল ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং (LRIT) সিস্টেম বাস্তবায়ন।
- বাংলাদেশি নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে সীফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডেন্টিটি ডকুমেন্টস (SID) প্রদান।
- নাবিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সহজতর করতে কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট (CDC)-এর আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করা।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন তার নৌবহর এবং সক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে নতুন জাহাজ সংগ্রহের পরিকল্পনা, যেমন কাঁচামাল তেল ট্যাঙ্কার, বাল্ক ক্যারিয়ার এবং LNG ক্যারিয়ার, যা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। ফ্লিট ব্যবস্থাপনা, ক্রু প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনা দক্ষতার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সংস্কারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও অবদান রাখছে। BSC-এর কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ নতুন জাহাজগুলি নির্গমন কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং কর্পোরেশন SDG সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলিতে অবদান রাখছে, যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (SDG 1), খাদ্য নিরাপত্তা (SDG 2), যথাযথ কর্ম (SDG 8), এবং লিঙ্গ সমতার (SDG 5) মাধ্যমে তার সামুদ্রিক কার্যক্রম এবং কর্মশক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৭ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.১৭: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০১৬-১৭	১১৬.৫৫	১০৭.৮৯	৮.৬৬
২০১৭-১৮	১২৬.৫২	১১৪.০০	১২.৫২
২০১৮-১৯	২২২.৯৭	২০৫.৪৬	১৭.৫১
২০১৯-২০	৩২২.৮৪	২৮১.৩৭	৪১.৪৭
২০২০-২১	৩২২.৯৭	২৫০.৯৫	৭২.০২
২০২১-২২	৫১৭.৪০	২৯১.৬০	২২৫.৮০
২০২২-২৩	৬৬৭.২২	৪২০.৯৩	২৪৬.২৯
২০২৩-২৪	৪১৩.৭২	২৪৫.১৪	১৬৮.৫৮

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

১৯৬২ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি হচ্ছে নৌশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান যা আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO) Standard of Training Certification and Watch keeping for seafarers (STCW) কঠোরভাবে অনুসরণ করে ২০১২ সাল থেকে ৯৫ জন নারীসহ পাঁচ হাজারেরও বেশি দক্ষ ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে, ৫৮ তম এবং ৫৯ তম ব্যাচের ৪০৫ জন ক্যাডেট প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। নটিক্যাল ইনস্টিটিউট,

IMarEST এবং মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক এক্রিডিটেশন একাডেমির বৈশ্বিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের প্রতি প্রতিশ্রুতি আরও শক্তিশালী করেছে। ইঞ্জিন এবং নেভিগেশন সিমুলেটর, ই-লার্নিং মডিউল, বিশেষায়িত ল্যাব এবং মেরিটাইম সায়েন্সে এমএসসি সহ শিক্ষাগত উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নতি নৌ প্রশিক্ষণে একাডেমির নেতৃত্বকে আরো সুসংহত করেছে। এই উদ্যোগগুলি নিশ্চিত করছে যে একাডেমির গ্র্যাজুয়েটরা বৈশ্বিক সামুদ্রিক শিল্পের চাহিদা মেটাতে উচ্চ যোগ্যতাসমপন্ন এবং বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম। টেবিল ১১.১৮ এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের তথ্য দেখানো হল:

সারণি ১১.১৮: বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(হাজার টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব বরাদ্দ	ব্যয়
২০১৬-১৭	১৭৯১৫	১৮৫৬৮৩	১৮৫৩০৪
২০১৭-১৮	১৬৩২০	২৩২৮৬০	১৮২৮৬০
২০১৮-১৯	১৩১০১	২৪৩২৫৩	২৩৪৬৩৯
২০১৯-২০	২০৮৮৭	৩০৮৬০৭	২৩১০৮২
২০২০-২১	১৯৮১৬	৩২৪০০০	২০৬৩৩৩
২০২১-২২	১৩৮০০	৩৩৬০০০	৯৩৪০০
২০২২-২৩	২২২৪৪	৩৩৯১০০	১৩৩৮৬৬
২০২৩-২৪	৪০০৯৮	২৮৮৬৮৭	২৫৪৭৫৪

উৎস:বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

চট্টগ্রামে অবস্থিত ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট (এনএমআই) হল একমাত্র সরকারী মালিকানাধীন প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যা বাংলাদেশের নাবিকদের বিশেষ করে rating position কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। নৌপরিবহন অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত কঠোর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাচাইকৃত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেকার যুবকরা আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা (আইএমও) এর স্ট্যান্ডার্ড অব ট্রেনিং, সার্টিফিকেশন অ্যান্ড ওয়াচকিপিং (এসটিসিডব্লিউ) কনভেনশনের মান সমপন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল যোগ্য এবং দক্ষ মেরিটাইম পেশাদার হয়ে উঠতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা এবং এর মাধ্যমে নৌ খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নে সংস্থাটি অবদান রাখছে।

পোস্ট-সি রেটিং এবং কর্মকর্তাসহ সক্রিয় নাবিকদের, দক্ষতা ও ক্যারিয়ার উন্নয়নকে আরও উন্নত করতে, এনএমআই সম্প্রতি একটি হাই ভোল্টেজ কোর্সসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত কোর্স চালু করেছে। এনএমআই-এর গ্র্যাজুয়েটরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জাহাজে কর্মসংস্থান পান, এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করেন যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। অধিকন্তু, নৌ শিল্পে টেকসই জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করে এই উদ্যোগটি দেশের বেকারত্ব সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়। সারণি ১১.১৯-এ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের আয়-ব্যয়ের তথ্য দেয়া হলো:

সারণি ১১.১৯: ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট এর আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব বরাদ্দ		ব্যয়	রাজস্ব আয়
২০১৬-১৭	৪৪৫.০০		৪১৭.৯৩	১২১.৮৮
২০১৭-১৮	৪২৩.২৪		৩৯৭.২৮	৭০.৮৫
২০১৮-১৯	৫৪৮.৪০		৫০৭.১৩	৭৮.৮৯
২০১৯-২০	৪০৫.৭০		৩৪১.৫০	৭৭.৭৬
২০২০-২১	৩৪৩.৬০		২৬৫.১৭	৬০.৯৮
২০২১-২২	৩৮৫.৯০		২৯৬.২৪	২৭.০৯
২০২২-২৩	৩৪৪.৪৩		২৯২.৩৪	১৯২.১৬
২০২৩-২৪	৪৪০.০০		৪০২.৩৫	১৩৬.৭৮

উৎস:ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর আওতায় ২০১৪ সালের ৫ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদীর অবৈধ দখল, পানি দূষণ এবং কল-কারখানা ও অবৈধ নির্মাণের কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত অবক্ষয় রোধে কাজ করে। একই সঙ্গে এটি টেকসই এবং বহুমুখী নদীর সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখে। এর অংশ হিসেবে ৩৩.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ে নদীর অবস্থা মূল্যায়ন, সংরক্ষণ কৌশল এবং দূষণ প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে কমিশন "দূষণ, অবৈধ দখল এবং অন্যান্য অপব্যবহার থেকে সংরক্ষণের জন্য ৪৮টি নদীর বিস্তারিত সমীক্ষা ও ডাটাবেস তৈরির প্রকল্প" (প্রথম ধাপ) সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে "নদী সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প" প্রণয়নাধীন রয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সময়ানুগ, দক্ষ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে। লক্ষ্যে সিএএবি বিদ্যমান বিমানবন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সেবা ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকে। সিএএবি-এর অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি স্টলপোর্ট রয়েছে। সিএএবি এর আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টলপোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। দীর্ঘ নয় বছর বন্ধ থাকার পর ২৬ মার্চ ২০২৪ থেকে ইতালির রোমে ফ্লাইট পুনরায় পরিচালনার জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.২০ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.২০: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব ও অন্যান্য)	নীট মুনাফা
২০১৬-১৭	১৫১৮.১৪	৫৭১.৫৬	১৪২৪.১৭	৯৩.৯৭
২০১৭-১৮	১৬৫৯.৬৫	৫৯৪.১৬	১৭৬৬.০৪	-১০৬.৩৯
২০১৮-১৯	১৬৯০.৭৯	৬২০.৭৩	১৭০৮.০০	-১৭.২১
২০১৯-২০	১৫৫৪.৫৪	৬৩০.৯৪	২১৬৫.৯৭	-৬১১.৪৩
২০২০-২১	১১৫৯.৪৪	৬৬৬.০৩	১৪৫১.৩৭	২৯১.৯৩
২০২১-২২	১৯১০.৯৮	৭৫৯.৭৩	১৯০০.০০	১০.৯৫
২০২২-২৩	৩১৬২.৬৩	৮৪৮.৭৬	২৫২৪.২৬	৬৩৮.৩৭
২০২৩-২৪	৩১৬৮.৫০	৬৭৬.৭৫	২৩৫৮.৭০	৮০৯.৮০

উৎস: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সাথে আকাশ পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিমান দেশের অভ্যন্তরীণ সাতটি গন্তব্য যথা: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর এবং সিলেট এ ফ্লাইট পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমান ২৩টি গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহরগুলো হলো: চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা, কাঠমান্ডু, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর, গুয়াংজু, নারিতা, আবুধাবি, দাম্মাম, কাতার, দুবাই, জেদ্দা, কুয়েত, মদিনা, মাস্কাট, রিয়াদ, শারজাহ, রোম, লন্ডন, ম্যানচেস্টার এবং টরন্টো।

বিমানের বহরে চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর, চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮, দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯, ছয়টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এবং পাঁচটি ড্যাশ ৮-কিউ৪০০ সমন্বয়ে মোট ২১টি উড়োজাহাজ রয়েছে যার মধ্যে ১৯টি উড়োজাহাজ বিমানের নিজস্ব এবং দুটি লিজকৃত। লাভজনক গন্তব্যে ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, নতুন নতুন আন্তর্জাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা এবং বহর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিমানের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চলমান রয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টার (বিএটিসি), বিমান হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স, বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার (বিএফসিসি), বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স (বিপিসি) এবং বিমান প্রেস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিমান মোট ৩৩,৬৩,৬৮৫ জন যাত্রী এবং ৪৩,০৪৪ মেট্রিক টন পণ্য পরিবহন করেছে। গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং বিমানের একটি উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎস, কারণ বাংলাদেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে বিদেশি এয়ারলাইন্স এর গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা প্রদানে বিমান একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

রাজস্ব বাড়ানো এবং পরিচালনা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স একটি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব অখণ্ডতা ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। সারণি ১১.২১ এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

সারণি ১১.২১: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০১৫-১৬	৪৯৬৫.৫৩	৪৭৩০.০৩	২৩৫.৫০
২০১৬-১৭	৪৫৫১.৫২	৪৫০৪.৬৩	৪৬.৯০
২০১৭-১৮	৪৯৩১.৬৪	৫১৩৩.১১	-২০১.৪৭
২০১৮-১৯	৫৭৯৪.৯২	৫৫৭৭.১১	২১৭.৮১
২০১৯-২০	৫০৪৪.৪৫	৫১২৫.৫৮	-৮১.১৩
২০২০-২১	৪১২৮.৩৯	৩৯৬৯.৯৯	১৫৮.৪০
২০২১-২২	৬৯১৪.২৭	৬৪৭৪.৪৯	৪৩৯.৭৮
২০২২-২৩	৯৭৭০.১৩	৯৭৪১.৪৭	২৮.৬৫
২০২৩-২৪	১০৫৬২.২০	১০৪০৮.২০	১৫৪.০০

উৎস: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য অনেক হ্রাস পাওয়ার ফলে এর দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এছাড়া মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ইন্টারনেটের উচ্চমূল্যের কারণে এ উন্নয়নের প্রভাব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে বিটিআরসি চালু করেছে 'এক দেশ এক রেট' সেবা। যার কারণে দেশের সকল জনগণের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ইন্টারনেট সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪১২৪.৫০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হিসেবে জমা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

দেশব্যাপি ডিজিটাল সংযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলগত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো আধুনিকীকরণের কাজ এগিয়ে চলছে। ৩,৩১৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে "ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ" শীর্ষক ফ্লাগশীপ উদ্যোগটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ সহ আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে, যা সারা দেশের টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করেছে। এ প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে ১২৩.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে "ডিজিটাল সংযোগকে শক্তিশালী করতে সুইচিং এবং ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সুইচিং এক্সচেঞ্জ এবং ট্রান্সমিশন সরঞ্জাম স্থাপন করা। এই প্রধান উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি, বিটিসিএল টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়নে আরও কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ৬১.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মূল লক্ষ্য এই কৌশলগত অঞ্চলে শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তোলা। এছাড়াও, ৪৫৯.৭৫ কোটি টাকা বাজেটের ব্রডব্যান্ড ওয়াই-ফাই সম্প্রসারণ প্রকল্পটি হাওর, বাওর এবং দুর্গম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ৯৪৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিটিসিএলের ইন্টারনেট প্রোটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পটি দেশব্যাপী উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সেবার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অধিকন্তু, ৯৫.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (প্রথম পর্যায়) প্রকল্পটি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) অধীনে পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে। আধুনিক টেলিযোগাযোগ মান নিশ্চিত করার প্রস্তুতি হিসেবে ১০৫৯.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটিও চলমান রয়েছে। ৩৭৮.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অত্যাধুনিক ও উচ্চগতির ডেডিকেটেড এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্ত 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটারনাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সমষ্টিগতভাবে, এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের ডিজিটাল ভবিষ্যতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগকে আকর্ষণ করেছে যা সংযোগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করবে। ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.২২ এ দেখানো হলো:

সারণি ১১.২২: বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০১৫-১৬	১২৪২.০১	১৫৭৮.৪৫	-৩৩৬.৪৪
২০১৬-১৭	১২৫৮.৩১	১৪৪১.৫৪	-১৮৩.২৩
২০১৭-১৮	১২৬০.০২	১৬৫২.৩৯	-৩৯২.৩৭
২০১৮-১৯	১০৫৯.৯২	১৪২৮.৩৩	-৩৬৮.৪১
২০১৯-২০	৯২২.৩২	১২৪৬.৭৫	-৩২৪.৪২
২০২০-২১	৮৫৩.৯৯	১১০২১.৮৫	-২৪৭.৮৬
২০২১-২২	৯৩৩.৬৭	৯২৬.৯৫	৬.৭২
২০২২-২৩	৯১৩.৬৩	৮৯৯.১৪	১৪.৪৯

উৎস: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি) ব্যাপক সফলতা অর্জন করছে। প্রাথমিকভাবে শুধু SEA-ME-WE 4 এর মাধ্যমে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে এবং ২০১৭ সালে SEA-ME-WE 5 সাবমেরিন

ক্যাবলে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে জুন ২০২৪ পর্যন্ত এর ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি প্রায় ৭২২০ জিবিপিএস এবং ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার ২৬৯৬ জিবিপিএস (গিগাবিট পার সেকেন্ড) এ উন্নীত হয়েছে। বিএসসিপিএলসি বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাল অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের খরচ কমিয়ে বিএসসিপিএলসি সাধারণ জনগণের জন্য ইন্টারনেট প্রাপ্তি সাশ্রয়ী করেছে, যা ডিজিটাল সেবা বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস এবং আইটি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ২০০৯ সালে যেখানে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইথের খরচ ছিল ২৭,০০০ টাকা, তা বর্তমানে কমে ১৫০ টাকার নিচে নেমে এসেছে। বিএসসিপিএলসি সাধারণ জনগণের জন্য ইন্টারনেট প্রাপ্তি সাশ্রয়ী করেছে, যা ডিজিটাল সেবা বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস এবং আইটি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ২০০৯ সালে যেখানে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইথের খরচ ছিল ২৭,০০০ টাকা, তা বর্তমানে কমে ১৫০ টাকার নিচে নেমে এসেছে। এছাড়াও, বিএসসিপিএলসি সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামগুলোতে (যেমন SMW4 এবং SMW5 আপগ্রেড) সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। আসন্ন SMW6 ক্যাবল ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ চালু হলে এটি আরও ১৩,২০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। আসন্ন SMW6 ক্যাবল ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ চালু হলে এটি আরও ১৩,২০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। বিএসসিপিএলসি জাতীয় ব্যান্ডউইথ ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪২ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৯৬ জিবিপিএসে পৌঁছেছে। কোম্পানিটি উদ্বৃত্ত ব্যান্ডউইড্থ হিসেবে SMW5 ক্যাবলের পশ্চিমাঞ্চলীয় ক্ষমতার ২৫.৩১ শতাংশ আন্তর্জাতিক টেলিকম অপারেটরদের কাছে রপ্তানি করেছে। এছাড়া, বিএসসিপিএলসি ভারতীয় টেলিকম প্রতিষ্ঠান ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের (বিএসএনএল) সঙ্গে একটি চুক্তির আওতায় ভারতে ব্যান্ডউইথ রপ্তানি শুরু করেছে এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে আরও ব্যান্ডউইথ লিজ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে। এই প্রয়াসগুলো স্টক মার্কেটে তালিকাভুক্ত একটি সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর আর্থিক সফলতার পাশাপাশি বাংলাদেশকে আঞ্চলিক ব্যান্ডউইথ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিএসসিপিএলসির ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরছে এবং নিজস্ব মুনাফা ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে অবদান নিশ্চিত করছে। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএসসিপিএলসি এর রাজস্ব আয় ও মুনাফার তথ্য সারণি ১১.২৩ এ দেয়া হলো:

সারণি ১১.২৩: বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
রাজস্ব আয়	১০৩.৬৭	১৪০.৫০	১৯৫.৫৭	২৪৬.৩৮	৩৪৪.৮৫	৪৪১.৪৮	৫১৫.৪৯
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	৩৮.৯৫	২৯.৩৯	৭৭.৯০	১২০.১৪	২৩৯.৯৮	৩১৭.৪৮	৩৫৮.১৭
নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)	৩১.৮২	৭.৩৩	৫৮.৫৮	৯০.৫৪	১৯০.৭৩	২৪৭.৪০	২৭৯.০৩

উৎস: বিএসসিপিএলসি, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডাক অধিদপ্তর

ডাক অধিদপ্তর দেশব্যাপী সুবিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বহুমুখী মৌলিক ডাক সেবা এবং আর্থিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবাদানের আধুনিকায়নের জন্য এ অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ডাক সেবার উন্নয়ন এবং বৈচিত্র্য আনতে "বাংলাদেশ ডাকের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় মেইল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" নামে একটি প্রধান প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে ডিজিটাল এবং যান্ত্রিক করার উদ্দেশ্যে "ডাক সেবার ডিজিটাল রূপান্তর ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সুপারিশকৃত অন্যান্য প্রকল্পও শুরু করা হবে। একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য "নাগরিক পর্যায়ে ডাক সেবার স্মার্টাইজেশন এবং সম্প্রসারণ" নামক একটি উন্নয়ন প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ

ডিজিটাল অবকাঠামো, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রবৃদ্ধিকে বিকাশের মাধ্যমে দেশ রূপান্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ৮টি মন্ত্রণালয়ের ২২৭টি দপ্তর এবং ১৮,৪৩৪টি সরকারি দপ্তর এখন একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কে সংযুক্ত। ১৭,৬৪২টি সরকারি দপ্তরে ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন করা হয়েছে।
- মোট ২৫,০০০ সরকারি কর্মকর্তাকে ট্যাবলেট সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৪৮৭টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সহজ ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) উদ্যোগে ঢাকাসহ রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলো থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবকরা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ময়মনসিংহে আরও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৩টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ২৬০০টি ইউনিয়ন পরিষদে ২৭,৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, ১,০০০টি পুলিশ দপ্তরে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা বজায় রাখতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলের আওতায় ফাইবার অ্যাট হোম এবং সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেডের সঙ্গে দুটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা রাজস্ব বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে।
- নেটওয়ার্ক কভারেজের বাইরে থাকা ৬৫৩টি প্রত্যন্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন করতে ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় উদ্যোগের অধীনে 'কানেক্টেড বাংলাদেশ' প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে মোট ২৭টি সাইবার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- ক্যাশলেস সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (iDEA) প্রকল্পের আওতায় 'বিনিময়' সফটওয়্যারের নির্ভরযোগ্য পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাঙ্গণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় ই-গভর্নেন্স নেটওয়ার্কের সেবা আরও সহজলভ্য ও নিরাপদ করতে ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অপারেশনস সেন্টারের মাধ্যমে ১৭,৬৪২টি প্রতিষ্ঠানকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।